Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – II, Issue-I, published on January 2022, Page No. 1 –8
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 - 0848

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে পরিবেশ ভাবনা ও পরিবর্তমানতা : 'চারণে-প্রান্তরে', 'ভাঙা নীড়ের ডানা' ও 'কথার কথা'

পারমিতা ভট্টাচার্য
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: bhattacharjeeparamita91@gmail.com

Keyword
Ecocriticism, Green Studies, Ecofeminism, Pastoral, Postmodernism

Abstract
The geographical and the environmental backgrounds are of paramount concern in the postmodern literary criticism. The local color creates the verisimilitude to present the issues of socio-political concern. Ramkumar Mukhopadhyay, one of the most popular and acclaimed novelists of the present Day Bengali literature, is among the few to meticulously give voice to the ecological concerns. This paper attempts to gauze the extent to which the ecological concerns are delineated in three of his novels – Charone Prantore (1993), Vanga Nirer Dana (1997), and Kathar Katha (2008) by delving deep for the ecological issues in these novels. These novels are selected to mark the specio-temporal dislocation of true environmentalist writing. The fractured time frames often resurface, disintegrate and often regenerate themselves in the broader matrix of interrelated issues. Tripartite time merges into one linear whole. Nature is at a flux and defies the fixed conceptual boundaries. Village goatherd Bishu in Charane Prantore, transforms into a food seller and through him the pastoral is seen rapidly changing. The young ornithologist Disha Chowdhury of Vanga Nirer Dana, through her apparent futile search for the endangered Bengal Florican, unveils the utmost importance of the animal rights, the government and public negligence to the ecological crisis and the necessity for the fight for environmental protection. Kathar Katha is at core an amazingly original text of Ecofeminism. I have read the texts as reflection of the environmental issues that transcend the boundaries of time and space and become universal. The interconnected changes of environment, Cultural and human society are the focus of this research paper.

Discussion

"ত্রিকাল এবং ত্রিলোকের যে কথা বাংলা কথাসাহিত্যে প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল তা নতুন করে ব্যবহৃত হচ্ছে। ...বিশ্বজুড়ে আধুনিকতা তত্ত্ব নিয়ে যে পরিমাণ প্রশ্ন, তার অংশীদার আমাদের প্রজন্মের কথাকাররাও। যে 'আধুনিকতা' প্রশ্রয় দিয়েছিল শুধুই বাস্তবতাকে, তাকে আমার সময়ের কথাসাহিত্য অতিক্রম করতে চাইছে।"[১] নিজের কালের কথাকারদের সাহিত্যরচনা সম্পর্কে এমন মন্তব্য করেছেন একালের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক রামকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৫৬)। বোঝা যাচ্ছে যে তাঁর সময়ের সাহিত্যে তিনটি কালকে একই সঙ্গে সন্নিবিষ্ট করার ইঙ্গিত তিনি দিতে

চাইছেন। আর একথাও বুঝিয়ে দিতে চাইছেন যে, তাঁর প্রজন্মের কথাকাররা 'আধুনিকতা'র সঙ্গে বাস্তবতার সমার্থবোধকতা অতিক্রমণ প্রয়াসে লিপ্ত। তবে এই বাস্তবতাকে অতিক্রমণ মানে কোনও কল্পলোক নির্মাণ নয়। বাস্তবতার মধ্যে যে তাৎক্ষণিকতার মাত্রা রয়েছে সেই মাত্রায় জীবন পর্যবেক্ষণে নিবিষ্ট না হয়ে অতীত ঐতিহ্য, বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ জিজ্ঞাসা রূপায়ণের প্রতি জোর। অতীতের দিকে যাত্রা মানে এখানে ইতিহাস-আশ্রয়ী কোনও আখ্যান-পরিকল্পনা নয়, কিংবা অনাগত কালের পটভূমি-অবলম্বিত কাহিনি রচনাও নয়, বরং ত্রিকাল সচেতনতা। ফলে কাহিনি-আশ্রয়ে সাম্প্রতিক, অথচ প্রতি পদে পদে সময়ের দ্বিমুখী প্রসারমানতাকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে যেন এ-কালের কথাসাহিত্যিকেরা সদা তৎপর। রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আমাদের' সর্বনামে চিহ্নিত এই বৈশিষ্ট্য তাঁর নিজের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য—এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি তাঁর লেখা 'চারণে-প্রান্তরে', 'ভাঙা নীড়ের ডানা' ও 'কথার কথা'- এই উপন্যাস-ত্রয়কে নির্বাচন করেছি সেই বৈশিষ্ট্যের অন্বেষণেই। এক্ষেত্রে আমার নির্বাচন তাঁর সেই উপন্যাসগুলি যেখানে প্রকাশ রয়েছে পরিবেশভাবনা। কেন তাঁর পরিবেশভাবনা-আশ্রয়ী উপন্যাসগুলি এ-ক্ষেত্রে আমরা নির্বাচন করে নিলাম তার কারণ হল পরিবেশভাবনা বিষয়টি স্বয়ং ত্রিকাল-স্পর্শী, সভ্যতার অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যত চিন্তা সেখানে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

(২)

ইদানীং কালের বাংলা সাহিত্যালোচনায় পরিবেশভাবনা অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। আমাদের এই আলোচনাসূত্রে পরিবেশভাবনা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা প্রথমেই উপস্থাপন বিশেষ জরুরি হয়ে পড়ে। এ-ব্যাপারে আমি যে-গ্রন্থটিকে মূলত অবলম্বন করেছি তা-হল কবিতা নন্দী চক্রবর্তীর লেখা 'বাংলা সাহিত্যে পরিবেশচেতনা :রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভুষণ জীবনানন্দ'।পাশ্চাত্যে পরিবেশভাবনাকেন্দ্রিক যে সাহিত্যালোচনা তা 'ইকোক্রিটিসিজম' বলে চিহ্নিত। ইকোক্রিটিসিজম-শব্দটি প্রথম উইলিয়াম রাকার্ত ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে 'Literature and Ecology: An Experiment in Ecocriticism'-প্রবন্ধে ব্যবহার করেন। পরবর্তী সময়ে 'ইকোক্রিটিসিজম' সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে Association for the Study of Literature and Environment- নামক একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখান থেকেই প্রকাশিত হয় ISLE- Interdisciplinary studies in Literature and Environment -নামে গবেষণাধর্মী পত্রিকাটি। ইকোক্রিটিক হিসাবে উল্লেখযোগ্য নাম হল গ্লট ফেল্টি, লরেন্স বুয়েল, গ্রেগ গারার্ড প্রমুখ। কোন ধরনের সাহিত্যকর্মের পরিবেশভাবনামূলক পাঠ নেওয়া যেতে পারে সে-সম্পর্কে জানাতে গিয়ে আলোচকের মন্তব্য,"যেসব সাহিত্যে বিপন্ন পরিবেশ, প্রকৃতি- পরিবেশের স্তব-স্তুতি, পরিবেশের গুরুত্ব বিশেষ ভাবে উপস্থাপিত হয়-সেসব সাহিত্য পরিবেশবাদী পাঠ দাবি করে।"[২] এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকেই রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস ত্রয়ীকে দেখা হয়েছে। পরিবেশবাদী পাঠ আসলে উপন্যাসের প্রচলিত সাহিত্য চিন্তার ধারণা থেকে বেরিয়ে পরিবেশ ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক, শিল্পীর শুভবোধ ও আধুনিক মানুষের আগ্রাসী মনোবৃত্তির পরিচায়ক হয়ে ওঠে।

পরিবেশ-বিজ্ঞানে পরিবেশ বলতে বোঝায় "যে সব সজীব, বা বিজ্ঞানের পরিভাষায় biotic কিংবা নির্জীব বা জড় বা বিজ্ঞানের পরিভাষায় abiotic উপাদান, মানুষের চারদিকে ছড়িয়ে আছে এবং যেগুলি মানুষের বেঁচে থাকাকে সবসময়েই প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করছে-তাদেরই সার্বিক সমবায়।"[৩] পরিবেশকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়- ভৌত পরিবেশ(Physical Environment) এবং সামাজিক পরিবেশ(Social Environment)। ভৌত পরিবেশ আবার জৈব ও অজৈব পরিবেশের সমন্বয়ে গঠিত। "আমাদের এই মানব জীবনের সঙ্গে আদান-প্রদানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে জৈব এবং অজৈব পরিবেশের। আবার যে কোনোও জৈব পরিবেশ সংগঠনে, অজৈব পরিবেশের থাকে মস্ত বড় ভূমিকা।"[৪] এখানেই বাস্তুতন্ত্রগত ভারসাম্য কথাটি(Ecological balance) পূর্ণতা পায়। সুতরাং পরিবেশগত পরিবর্তন মানবজীবনের পরিবর্তন সূচিত করে এর ফল স্বরূপ পরিবর্তিত হয় সমাজ ও সংস্কৃতি। এই আলোচনা পত্রে তাই পরিবেশভাবনা ও পরিবর্তমানতা একই সঙ্গে স্থান পেয়েছে।

কবিতা নন্দী চক্রবর্তীর আলোচনা-সূত্রে জানতে পারি ইকোক্রিটিক কেট সোপার তাঁর 'The Idea of Nature' এ প্রকৃতিকে তিনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি প্রকৃতিকে বৈচিত্র্যময় ও সদা পরিবর্তমান বলতে চেয়েছেন

অধিবিদ্যা সংক্রান্ত ধারণা (Meta Physical Concept) থেকে। আর তাঁর বস্তুবাদী ধারণা (Realist concept) অনুযায়ী প্রকৃতি ও জীবন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যাত হয়েছে প্রাকৃতিক নানা নিয়ম-নীতির সূত্রে। তিনি স্থানগত ধারণা (Lay or Surface Concept) থেকে প্রকৃতির চাক্ষুষ জগতকে গুরুত্ব দিয়েছেন। যা বনভূমি, ভূখণ্ড চিত্র ও গ্রাম জীবনের সঙ্গে জড়িত। মানুষের নানান কার্যকলাপের ফলে এই জগত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে। কিন্তু মানুষ যে সচেতনতাবোধ থেকে, মানবিক আবেদন থেকে প্রকৃতিকে বাসযোগ্য করতে চায়, প্রকৃতির কোলে ফিরে যেতে চায়, প্রকৃতিকে রক্ষা করতে চায়-তা আবার অধিবিদ্যা সংক্রান্ত ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত। অন্যদিকে প্রকৃতির বিনষ্টি, দূষণ, যান্ত্রিক প্রয়োগের যথেচ্ছ ব্যবহার-এই বিষয়গুলি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রকৃতিকে চিনে নিতে শেখায় ও মানুষকে সচেতন করে তোলে। যা বস্তুবাদী ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। "অর্থাৎ প্রকৃতি সম্পর্কিত তিন ধারণার সংযোগেই পরিবেশ চেতনার প্রকৃতি আকার লাভ করেছে।"[৫] এতো ভৌত পরিবেশের ইকোক্রিটিক ব্যাখ্যা। আর বাকি থাকল সামাজিক পরিবেশ বা সাংস্কৃতিক পরিবেশ। কিন্তু প্রকৃতি ও সংস্কৃতিও পরস্পর সম্পর্কিত। কখনো প্রকৃতি সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রিত। "সমাজ বিবর্তনের ধারা পথে সংস্কৃতি কখনো প্রকৃতির সহায়ক, কখনো বিরোধী, কখনো পারস্পরিক নির্ভরশীল। ইকোক্রিটিকরা তাই আলোচনায় মানুষের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সম্পর্ক সূত্রটি সামনে এনেছেন।"[৬] রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসেও প্রকৃতি ও সমাজের এই মেলবন্ধন, এই পরিবর্তনের পদচিহ্ন বর্তমান আছে।

রামকুমার মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে "...জীবনের বৈচিত্র্য, সামজিক নানা বিন্যাস, প্রাকৃতিক বিভিন্ন রূপ কথা সাহিত্যকে বিস্তার ও গভীরতা দেয়।"[৭] এই বিশ্বাস নিয়ে কলম ধরেছিলেন বলেই তাঁর তিনটি উপন্যাসে প্রকৃতি ভাবনার তিনটি ধরন বর্তমান।

(৩)

'চারণে- প্রান্তরে': মর্মস্পর্শী গোপগাথা

রামকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস- 'চারণে-প্রান্তরে'(১৯৯৩)-তে পটভূমি করেছেন বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলকে। জয়পুর থেকে দূরে অবস্থিত মালিয়া গ্রামের বিবর্তনের কাহিনি রয়েছে উপন্যাসের পাতায়, কখনো এই পটভূমি আবার প্রসারিত বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে। "'চারণে-প্রান্তরে' স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে গ্রাম ও গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রাগত পরিবর্তন ও অপরিবর্তনের নথি।"[৮] সুতরাং বোঝা যাচ্ছে 'চারণে- প্রান্তরে' গ্রামকেন্দ্রিক পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য উপস্থাপন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে গোপগাথা বা গ্রামজীবনকেন্দ্রিক সাহিত্য(Pastoral) এর বিশেষ অবদান রয়েছে। আর সাহিত্য আলোচকরা পরিবেশ চেতনার উৎস নির্ণয়ে এই গোপগাথাগুলির উপর যথেষ্ঠ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। প্যাস্টোরাল একটি ল্যাটিন শব্দ যার আক্ষরিক অর্থ মেষপালক প্রসারিত অর্থ রাখাল। এর পাশাপাশি দুটি সাহিত্য পরিভাষা ইকোক্রিটিকরা একই সঙ্গে বিচার করেন- Idyll ও Boukolos। হেলেনিক যুগে পাশ্চাত্য সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের পার্থক্যরেখা অত্যন্ত স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে প্যাস্টোরালে। অর্থাৎ গ্রামকেন্দ্রিক গোপগাথার নিদর্শন স্বরূপ ইকোক্রিটিকরা প্যাস্টোরালকে নতুন করে বিচার করতে শুরু করেন। "we can set out three orientations of pastoral in terms of time; The elegy looks back to vanished past with a sense of nostalgia; The idyll celebrates a beautiful present; the utopia looks forwards to a redeemed future."[৯] রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'চারণে-প্রান্তরে'-র প্রচ্ছদ চিত্র-"ঘাসের মতো ঘন সবুজের ভেতর থেকে হাতে লাঠি ধরা এক রাখালের ছবি রিভার্সে ফুটে ওঠে।"[১০] এই রাখাল হল- নায়ক চরিত্র বিশু। গো-পরিচর্যা তার বৃত্তি। গ্রামকেন্দ্রিক জীবনচর্যার এক নৈঃশব্দিক পরিবর্তনের সাক্ষী সে। তার জন্ম আর বিশুর মায়ের অতীত ঐতিহ্য ঘেরা স্মৃতির জগতে প্রকৃতির সুখ সানিধ্যের ছবি ধরা আছে। বিশুর বেড়ে ওঠায় আছে প্রকৃতি ও পরিবেশের নৈঃশব্দিক পরিবর্তন কিন্তু বর্তমানের প্রাকৃতিক সুখানুভূতি। আর তার শহর জীবনের পা বাড়ানোর মধ্য দিয়েই ঘোষিত হয়ে যায় প্রাকৃতিক সানিধ্য বঞ্চিত এক উদ্দেশ্যহীন অনির্দিষ্ট বহমান ভবিষ্যতের। 'চারণে-প্রান্তরে'- তাই রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের ইতিহাসে প্রথম অনুল্লিখিত প্যাস্টোরাল। এও এক গোপগাথা, রাখাল-বিশুর গ্রামকেন্দ্রিক জীবন অভিজ্ঞতার

কথা।'চারণে-প্রান্তরে' উপন্যাসে প্রকৃতির একটি বিরাট ক্যানভাস রয়েছে। ক্যালাইডোস্কোপে চোখ রাখলে এই ক্যানভাসেই স্পষ্ট হয় ছোটো ছোটো অনুষঙ্গগুলি। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে শীতকালীন পরিবেশ বর্ণনার মধ্য দিয়ে- "চাষিরা পালা আনতে চলেছে জয়পুরের বনে। শালের পাতা ঝরা শুরু হয় হেমন্তে। সেই পাতা ঝরে চলে সারা শীত। দশ টাকায় এক গাড়ি পাতা।"[১১] এখানে জীবন-জীবিকা, সময়-স্থান আর সংস্থান যেন একই সঙ্গে গাঁথা হয়ে গেল। এই গ্রন্থনে গোপবালক বিশুর সুখ-দুঃখের কাহিনি এখান থেকেই যেন ঔপন্যাসিক বুনতে শুরু করেছেন। বিশু সেই পথেই গরু নিয়ে এগিয়ে যায়। উঠে আসে দুই ধারের পথের ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, খাদ্য- খাদক সম্পর্ক। এ উপন্যাসে রামী ছুতোরনির পুকুর বাস্তুতন্ত্রের চরমতম নিদর্শন। পুকুরের পাড়গুলি বেল, পাকুড়, বাবলা, ডুমুর, নিম, চালতা ও বাঁশ ঝাড়ে ঢাকা। গাছে পাখি বাসা বাঁধে। কোটরে থাকে শেঁখো- চিতি, রাতে ডালে থাকে জোনাকি, গাছের নিচে গরু, ছাগল আর নেউল, পুকুরে থাকে পদ্মপাতা। "রামীর সমবায়টা যেন একটা বিস্তৃত গোচারণ ভূমি। বাড়তি সুবিধে মাথায় পাতার আচ্ছাদন, গাছের সবুজ ঢলঢলে পাতা, পুকুরের জল। যেন একটা প্রাকৃতিক মুক্তাঞ্চল। মুক্ত জীবনের টানে গরু-ছাগলগুলো বিশুর ডাকের প্রতীক্ষা করে।"[১২] সুতরাং উপন্যাসের স্থানগত ধারণার সঙ্গে প্রকৃতি যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। শালের পাতা ঝরে পড়া বা জীবজগতের প্রাকৃতিক বাসস্থান পুকুর ও পুকুর পাড়- এই বিষয়গুলিতে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় প্রকৃতি চর্চার বস্তুবাদী ধারণাটি। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের আলোকেও রামী ছুতোরনিকে চিনে নেওয়া যায়। কিন্তু এই পুকুরও বহুদিন সংস্কার না হয়ে অগভীর রুটি সেঁকার তাওয়ার মত বুজে এসেছে। সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সূচনা শুরু হয়ে গেছে। বিশুর বৈকালিক চারণ ক্ষেত্র হল- পাল পুকুর। পাল পুকুরে বিভিন্ন পাখির বাসা। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণ আর মানুষের ক্রিয়া কলাপ ধ্বংস করে দেয় রামী ছুতোরনির প্রাকৃতিক মুক্তাঞ্চলকে। রামীর পাড়ে শোনা যায় পাকা জাম গাছে কুড়ুল মারার শব্দ। বক, টিয়ে মাছরাঙা, ফিঙে দিক-বেদিক উড়ে যায়। নেউলরা রামী থেকে কাঁকররাস্তা পেরিয়ে মাঠে নামে। তার কারণ মোড়লরা এই সম্পত্তির মালিক,"পুকুরপাড়ের গাছ থেকে বড়োকত্তাকে ঘর করার জন্য বিনা টাকায় গাছ দিতে হবে। শেষে ঠিক হয়েছে ঘরের কাঠ বাদ দিয়ে বাকি টাকায় পুকুর বোজানো হবে। মাঠের মাট্টি দাম নেই। পুকুরের পাড় কেটেও মাটি পাওয়া যাবে। টাকা বলতে মাটি কাটার আর ফেলার। বুজোনো পুকুর ভাগ হবে আধাআধি। গাছের যে বাড়তি টাকা তাও অর্ধেক অর্ধেক।"[১৩] অর্থাৎ পুকুর বুজানো, মাটি কাটা আর গাছ কাটা- তিন ক্ষেত্রেই মানুষের কার্যকলাপে প্রাকৃতিক সম্পদের বিনষ্টির ইঙ্গিত বর্তমান। আর এই ফলেই শুরু হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবর্তন। মানুষের এই অশুভ বুদ্ধির পাশাপাশিই সহাবস্থান করে শুভবুদ্ধি, সে ইঙ্গিত রয়েছে- পালপুকুর কাটানোর মধ্য দিয়ে। কিন্তু পুকুর কাটানোর ফলে পুকুরের পাঁকে ঘাস চলে যায় মাটির নিচে। বর্ষা না পড়লে সেই ঘাস আর গজাবে না। সুতরাং প্রাকৃতিক বিনষ্টির কারণে পরিবর্তন সূচিত হয় বিশুর বৃত্তিতে। বিশুর গোচারণের ক্ষেত্র কমে আসার বিকল্প হিসাবে সে হরের চকে গিয়ে ২ কেজি মটরের ঘুগনি বিক্রি করে আসে। সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সূচিত হয় জীবিকার পরিবর্তন। প্রাকৃতিক সম্পদের বিনষ্টির হাত থেকে প্রকৃতিকে রক্ষা করার এই যে পরিকল্পনা তা আবার প্রকৃতিচর্চার অধিবিদ্যা সংক্রান্ত ধারণাটিকে মনে করিয়ে দেয়। উপন্যাসের ১৮৩ তম পরিচ্ছেদে গাছ লাগানোর কথা আছে। ১৯৬১ সালে রাজার গাঁ স্কুলে পালিত প্রথম বনমহোৎসবের উল্লেখ আছে। এই প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে এক সময় তৈরি হয়েছিল মালিয়ার বাজার। বিশুর মায়ের স্মৃতিতে "বর্তমান ও অতীত, বাস্তব ও কল্পনা মেশানো মিশ্র স্তর"[১৪] -এ সে পরিবর্তনের ইতিহাস আছে। খান পাঁচেক দোকান আর হাটচালা থেকে মালিয়ার বাজার গড়ে ওঠে। অন্যদিকে এককালে এই মালিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল 'নব বৃন্দাবন'। যা মালিয়ার একটি পাড়া- বোষ্টম পাড়া, বিন্দেবনী। বিন্দেবনী বহু পরিবর্তনের ইতিহাস রয়েছে। ১৯২০-২১ থেকে ১৯৫৩-৫৪-র সালের নকশাতে মালিয়ার কোথাও বিন্দেবনী ছিল না। "আজকের বিন্দেবনী তখন একটা বনপুকুর। যদু গোঁসাইয়ের নিজের।"[১৫] যদু গোঁসাই অনিল কুন্ডুর মেয়ের প্রেমে পড়ে যখন সমাজ বিচ্ছিন্ন হয় তখন বনপুকুরের নাম হল-'নব বৃন্দাবন', দিনে দিনে তা বৃন্দাবনী হয়ে ওঠে। কিন্তু মালিয়ার বাজারের অবস্থান ও দোকান পাঠ, বিদ্যালয়, বুথ, পার্টি অফিস- এসবের কারণে বিন্দেবনীর মালিয়া মুখীনতা তার অবস্থানকে নষ্ট করে একটি গাঁ থেকে পাড়াতে পরিণত করে। এইভাবেই সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই ভাবেই পরিবেশ ,সমাজ ও সংস্কৃতি একই সূত্রে বাধা পড়ে যায়।

(৪)

ভাঙা নীড়ের ডানা: বস্তুর অন্বেষণে বাস্তুনারীবাদের চিত্রণ

বাঁকুড়ার সোনামুখী অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ডায়েরির ফর্মে লেখা 'ভাঙা নীড়ের ডানা'(১৯৯৭)- উপন্যাসে হায়দ্রাবাদ থেকে আসা দিশা চৌধুরী নামে এক তরুণীর একজোড়া বিরল লেসার ফ্লোরিক্যান পাখির সন্ধান হল লেখার বিষয়। আমেরিকানদের আর্টিকেল থেকে বিরল এবং বিপন্ন লেসার ফ্লোরিক্যান প্রজাতির বাসস্থানের কথা জানতে পারা যায়- "পলাশপুরের একদিকে শালের বন অন্য দিকে দারকেশ্বর নদী। নানা প্রজাতির পাখি মেলে এ অঞ্চলে।"[১৬] অর্থাৎ উপন্যাসের প্রাকৃতিক স্থানগত ধারণা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত। এই পলাশপুরের ভৌগোলিক অবস্থান ইউনিক। "নদী আর বনের মাঝে বিস্তৃত লালমাটির ভূখণ্ড- এক আশ্চর্য প্রাকৃতিক বিন্যাস।"[১৭] পোকামাকড়, গাছপালা, মানুষজনের আশ্চর্য সহাবস্থান এখানে আছে। দিশা চৌধুরী কামিনীবালা বালিকা বিদ্যালয়ের পত্রিকা মারফত জানতে পারে স্বর্ণপুরের জঙ্গল কেটে বসত গড়ার ইতিহাসের কাহিনি। সুতরাং এও এক ধরণের প্রাকৃতিক সম্পদের বিনষ্টি। মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপই এর মূল কারণ। এর ফলেই দেখা যায় প্রাকৃতিক পরিবর্তন তথা সংস্কৃতিগত পরিবর্তিন। প্রকৃতি চর্চার স্থানগত ধারণার দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে বলা যায়- পলাশপুর পশু- পাখির প্রাকৃতিক বাসস্থান। কিন্তু সেই বাসস্থানেই বাসহীন হয়ে পড়েছে বনজপ্রাণী। দিশা চৌধুরী সত্তর-পঁচাত্তর বছরের একজন মোষচারকের কাছ থেকে তার অভিজ্ঞতার কথা শুনেছে। "বেতোশোলের বনে দেউলটির ভবশংকর মড়লকে বাঘ মারতে দেখেছে। সাঁওতালদের শিকার-পরব দেখেছে। রঘু ডাকাতকে পুলিশের গুলিতে মরতে দেখেছে। বনের পত্তনদারী ইংরেজদের হাত থেকে ভবশংকর মড়লকে নিতে দেখেছে। মড়লদের বন সরকারে চলে যেতে দেখেছে। যাওয়ার আগে মাত্র সাতটে রাতে বনের অর্ধেক গাছ বিক্রি হতে দেখেছে। ডিজেল দিয়ে বন পোড়ানোর আগুন দেখেছে। ফরেস্ট অফিস হওয়া দেখেছে।"[১৮] প্রাকৃতিক পরিবর্তনের যা চরমতম দৃষ্টান্ত। এযেন Materialist Ecofeminisim -এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পাশ্চাত্য সাহিত্য চর্চায় স্বীকৃত যে "Ecofeminism as materialist is another common dimension of ecofeminism. A materialist view connects some institutions such as labor, power, and properly as the source of domination over women and nature."[১৯] এখানেও সম্পদ শক্তির দম্ভে মদমত্ত দেউলটির ভবশংকর মড়ল সম্প্রদায়। বনজ পশু-পাখির হত্যাকান্ড, বন পোড়ানো- সবকিছুর মধ্য দিয়ে প্রকৃতির প্রতি নৃশংস অত্যাচারে দৃষ্টান্ত রয়েছে। আর সেই মড়লদেরই অন্য আর এক প্রতিনিধি সুশান্ত মড়ল পাখি মারার হিংস্র খেলায় মেতে উঠেছে। দিশা চৌধুরীর স্বপ্ন ছিল লেসার ফ্লোরিক্যানকে তার ভাঙা নীড়ে খোঁজা, ফ্লোরিক্যানকে নিয়ে যুদ্ধে যাওয়া। সেই স্বপ্নের ইতি টেনেছে সুশান্ত মড়ল। যুদ্ধ জয়ের অন্তিম মুহূর্তে দিশা চৌধুরীকে হারতে হয়েছে। তার ইঙ্গিত স্পষ্ট। সুশান্ত মড়ল দিশা চৌধুরীকে গালাগাল করেছে- "ওই মাগিটাই শহরে গিয়ে তাতিয়েছে। ওকে দেখে ছাড়ব।"[২০] এর পিছনে একমাত্র কারণ সুশান্ত মড়লের বিলাসিতা।- "পাখি মারে দুজনা। সুশান্ত মড়ল আর পচাই বাগ। মড়লরা মারে চালের চিন্তা নাই বলে, পচাইরা মারে চালের যোগান নাই বলে।"[২১] অর্থাৎ দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতির উপর শোষণের ছবিটি এখানে স্পষ্ট। সুশান্ত মড়লের শখ আর পচাই বাগের আকালের সময় থেকে খাদ্যের যোগান হিসাবে পাখিমারা। কারণ দুটি আলাদা হলেও পুরুষতান্ত্রিক প্রকৃতি শোষণের ইঙ্গিতটি এখানে স্পষ্ট। J.Adams বলেছেন -"Manhood is constructed in our culture in part by access to meat-eating and control of other bodies, whether it's women or animals".[২২] অর্থাৎ বন্যপ্রাণী হত্যাকরা বা পাখি মারা- বিষয়গুলি চলে আসে মাংস আহরণের করার ক্ষেত্রে কারণ উপন্যাসে তার ইঙ্গিত আছে। দিশা চৌধুরী সেই কথা স্বর্ণপুরের চেয়ারম্যানকে জানিয়ে প্রতিবাদ করেছে- "স্বর্ণপুরের হাটে প্রতি মাসে শয়ে শয়ে পাখি বিক্রির কথা বলি। ফাঁদ পেতে পাখি ধরার কথা তুলি। গাছে জাল পেতে এক সন্ধেয় বিশ-তিরিশটা পাখি নির্মূল হওয়ার কথাও এল। দু-চারজনের জীবিকার কথা বাদ দিলে সবই মুখের স্বাদ। এছাড়া বীরত্ব দেখানোও আছে। বন্দুক দিয়ে নিরীহ পাখি মারছে।"[২৩] সুতরাং এই ক্ষেত্রে vegetarian ecofeminism- এর একটি দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে যায়। মোটের উপর উপন্যাসটির গভীর বিশ্লেষণে প্রকৃতির প্রতি শোষণের ছবিটি খুব স্পষ্ট। আর তার মূলে রয়েছে মানুষেরই কার্যকলাপ। ফলে পরিবর্তিত হচ্ছে সমাজ। তাই দিশা চৌধুরীকে ফ্লোরিক্যানের খোঁজ করতে

এসে জানতে হয় বাঁকুড়া জেলার খরা-ঝরার ইতিহাসের কথা। বাড়তি চাল ও চালের টানের হিসাব করতে হয় তাকে। বেতোশোলের বনের ভাঙা-গড়ার কাহিনি জানতে হয়, জানতে হয় মুথা ঘাসের পুড়িয়ে খাওয়ার ইতিহাস, গাছহীন হয়ে বনের ডাঙা হওয়ার ইতিহাস। তবু মানুষের শুভবুদ্ধি ঘটে। প্রকৃতি ভাবনার অধিবিদ্যা সংক্রান্ত ধারণাটিও গুরুত্ব পায়। দিশা চৌধুরী মানুষের এই গুপ্ত বিশ্বযুদ্ধের কথা জানতে পেরে মাধবী মুর্মু ও পচাই বাগদের সচেতন করে তারাও 'মাইনর ট্রাবল' সৃষ্টি করে কমিটি ফর্মড করে-"মাইনর ট্রাবল। আইজিটেশন অট ডি এম অফিস- শুটিং বার্ডস প্রোহিবিটেড। কমিটি ফর্মড। সেক্রেটারিস মাধবী মুর্মু এন্ড পচাই বাগ।"[২৪] এখানে এসেই প্রকৃতি চর্চার ক্ষেত্রে অধিবিদ্যা সংক্রান্ত ধারণা, বস্তুবাদী ধারণা ও স্থানগত ধারণা উপন্যাসটিতে প্রকাশের পরিপূর্ণতা লাভ করে।

(৫)

কথার কথা: কালচারাল ইকোলজি

পাইন বন আর ঝিঁঝিঁর ডাকে পরিপূর্ণ উত্তর-পূর্ব ভারতের অসমিয়া, খাসি, মিজো, জয়ন্তিয়া, নাগা ও বোরো বন্ধুদের কাছে শোনা গল্পের বীজ দিয়ে রামকুমার মুখোপাধ্যায় তৈরি করেছিলেন তাঁর 'কথার কথা'(২০০৮) উপন্যাসটি। "কথার কথা পড়তে পড়তে এক মুহূর্তে মন চলে যায় প্রকৃতি- পরিবেশের গহন সবুজের মধ্যিখানে।"[২৫] এ উপন্যাসেও প্রকৃতি চর্চার স্থানগত ধারণাটি স্পষ্ট। এই অঞ্চলে প্রচলিত নানান লোককথাকে আশ্রয় করে 'কথার কথা' র এক একটি গল্প রচিত হয়েছে। গল্পের মধ্যে উঠে এসেছে উত্তর- পূর্ব ভারতের মানুষজনের চাষ-বাস পদ্ধতি, তাদের সংস্কৃতি, পাহাড়ি ভূপ্রকৃতি, নদ-নদীর উৎস কথা, সেখানকার জীব-জন্তু, জীবন ও জীবিকার নানান কথা। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার ঘাত-প্রতিঘাত ওই সংস্কৃতিকেও অবিকৃত থাকতে দেয়নি, এসেছে পরিবর্তন- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। 'ঘোরো আর বুনো'- গল্পে রিয়োর যাত্রাপথের বর্ণনায় প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে- "চারপাশে বাঁশ আর পাইন গাছের বন। বেশ অন্ধকার।... মনে হয় মাটিতে গড়িয়ে চলা নদীকে কেউ লেজে ধরে মাথার ওপর ঝুলিয়ে দিয়েছে। আম ঝোলে-জাম ঝোলে, সূর্য ঝোলে- চাঁদ ঝোলে, একখানা নদীও ঝুলছে মাথা বরাবর।"[২৬] এই ধরণের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি ঔপন্যাসিক 'ঘোরো আর বুনো'-র নামকরণে বিভিন্ন প্রাণীর প্রাধান্য দিয়েছেন অজান্তেই। জামাইবাড়ি থেকে ফেরার পথে রিয়ো একটি ঘন বনের কাছে টুকরির ভিতর থেকে বের করে ফেলে- বাঘ, সিংহ, হাতি ভালুক আর হরিণকে আর টুকরি বাড়িতে এসে খুললে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে গরু মোষ ছাগল ভেড়া মুরগি। আবার 'চোখের জল'- গল্পে হরিণ শিকারের কথা আছে। লাপালং নামে সেই হরিণের রক্ত ঝর্ণার জলে মিশে বয়ে চলে এক বন থেকে অন্য বনে। লাপালং আর তার মা পরিণত হয় দুটি জল উৎসে-সেখান থেকে তৈরি হয় নয় নদী। দুপাশের খেত ভরে ওঠে ফসলে, গড়ে উঠল তৃণভূমি আর বন। এইভাবে প্রকৃতির বৃহৎ প্রেক্ষাপট ও বন্যপ্রাণী হত্যার কথা গল্পের ভিতর উঠে এসেছে। শুধু প্রাণী হত্যা নয় 'উৎসব'- গল্পে জুম চাষের যে বর্ণনা রয়েছে সেখানেও রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের বিনষ্টির ইঙ্গিত। "বন কেটে জুম বানানোর কাজ চলে। গাছের পাখি আকাশে ওড়ে। শীতের সাপ বিরক্ত হয়ে পাশ ফেরে। নেউল ইতিউতি চায়। উদবেড়াল খানিক দূরে ছুটে গিয়ে পেছন ফিরে দেখে। কাঠবেড়ালি চিৎকারে সংসার জাগায়।"[২৭] বাস্তুতন্ত্রের উৎখাতের ছবিটি এখানে স্পষ্ট এবং তা ঘটেছে মানুষের কার্যকলাপের ফলেই। আবার জুম চাষ হয়ে গেলে মানুষজন ঘরে ফেরে, শুরু হয় উৎসব, আনন্দের দিন। লোকসংস্কৃতির বিশেষজ্ঞরা মিজো উৎসবের কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে লোকসংগীতে মিজোজাতির আন্তর্জাতিক অবদানের কথা বলেছেন। অর্থাৎ প্রকৃতি যে সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল তা প্রমাণিত। 'দা-কাটা' -গল্পে দা তৈরির জন্য শান দেওয়ার উপযুক্ত পাথর মেলে না। অবশেষে পাথর মেলে বাঁশের বনের পাশে ঝোরার ধারে। লোকজন আনন্দে মেতে উঠে পাহাড়ে পুজো দেয়। পাথর আনতে গিয়ে আবার বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়। বিশেষজ্ঞরা একেই শিল্পায়নের প্রসার বলেছেন। এর ফলে নষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক জগৎ। আসলে "পরিবেশ কেন্দ্রিকতা মিজো লোককাহিনির একটি বিশিষ্ট উপাদান।"[২৮] আর সেই উপাদানকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। 'উৎসব'- গল্পে সৌকুতির উল্লেখ আছে যিনি গান খুঁজে বেড়ান, "মনে হয় কোনো বনদেবী"[২৯] । 'চোখের জল'- গল্পে উ লেই শিলঙ, -এর কথা আছে। অর্থাৎ বনজঙ্গলকে দেবী রূপে কল্পনা করে পুজো করার মধ্যে Spiritual ecofeninism -এর ব্যাপারটি স্পষ্ট হচ্ছে। 'সূর্যোদয়'- গল্পেও সূর্যকে দেবী বলে

কল্পনা করা হয়েছে। খাসিসমাজ মাতৃতান্ত্রিক তাই এখানে সূর্য দেবী হয়েছেন। গল্পটিতে শিলঙের নৃত্য উৎসবের কথাও আছে। যেখানে প্রকৃতি জগতের সমস্ত প্রাণী উৎসবে মিলিত হয়েছে। এই খাসি উৎসব ধর্ম নিরপেক্ষ ও সর্বজনীন। এই আধুনিক বার্তটুকু বহুদিনের লোককথায় গাঁথা হয়ে গেছে। গল্পে বাঘ, সিংহ, হাতি ক্ষমতার দম্ভ নিয়ে সূর্যের মান ভাঙাতে গিয়েছিল, তাই সূর্যদেবীর মান ভাঙেনি। এক্ষেত্রে Materlistic ecofeminism- এর ব্যাপারটি চলে আসছে। আসলে 'কথার কথা'- র গল্পগুলি প্রকৃতি কেন্দ্রিকতা হল- Spiritual/ Cultural ecofeminism -এর উদাহরণ। Carolyn Merchant বলেছেন- cultural ecofeminism, "celebrates the relationship between women and nature through the revival at ancient rituals centered on goddess worship, the moon, animals, and the female reproductive system."[৩০] আসলে 'কথার কথা'- র গল্পগুলিতে Cultural ecology - র ছবিটি স্পষ্ট। উত্তর পূর্ব ভারতের মানুষজনের জীবন- জীবিকা, সংস্কৃতি- সমস্ত কিছু এই লোকগল্পগুলির আধারে উঠে এসেছে তারই সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে আধুনিক সভ্যতার ঘাত-প্রতিঘাতের আলোকে সেই ছবির পরিবর্তনমূলক বিশ্লেষণ। লোককথা হলেও তাই সেগুলি সবকালেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। ঔপন্যাসিক বিশ্বাসও করতেন- "আমার মনে হয় 'একাল-ওকাল' আমরা বলি ঠিকই কিন্তু প্রত্যেক কালের ভেতর সেকালেরই একটি বিকল্প, সে যত প্রান্তিকই হোক, তৈরি হয়। তবে একটি যুগের বিশেষ কিছু লক্ষণ চিহ্নিত করতে হলে সাধারণীকরণ করতেই হয়।"[৩১]

(৬)

আসলে কথাসাহিত্য সময়ের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্য তা-ই, যা সময়োত্তীর্ণ। আর কালকে সাধারণীকরণ করে যখন সেই সময়ের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করতে পারি তখনই পরিবর্তনের মাত্রাটি বড় হয়ে দেখা দেয়। পরিবর্তনও তো একেবারে সাধিত হয় না। পরিবর্তনের মধ্যেও থাকে বিবর্তন, উন্নয়ন ও প্রগতির ধারণাগুলি। তাছাড়া পরিবর্তনেরও নানারকম প্রকারভেদ রয়েছে- সামাজিক, প্রাকৃতিক, ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। এই সবগুলিই একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। শব্দসংখ্যার পরিমিত বন্ধনে এই আলোচনার সব দিকগুলিকে ধরা গেল না আমরা শুধুমাত্র এই আলোচনায় প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ অবশ্যই আছে। তবে একথা স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত যে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস নবযুগের ভাষ্য। বয়ন ও বয়ান দুইদিকেই রামকুমার সচেতন শিল্পী, ভাঙা- গড়াই তাঁর নতুন খেলা, যাতে আছে ঐতিহ্যের বন্ধন ও সময়ের উত্তরণ। প্রকৃতি চেতনায় তিনি বিশেষ সচেতন আর "সময় ও সমাজের এই পরিবর্তিত প্রেক্ষিতে মানুষজনের সুখ-দুঃখের কথা"[৩২]- কেই তিনি করেছেন তাঁর উপন্যাসগুলির সবকালের সবদেশের কথার কথা।

তথ্যসূত্র :

১। মুখোপাধ্যায়, রামকুমার : 'মল্লারের মুখোমুখি'(সাক্ষাৎকার), রামকুমার মুখোপাধ্যায় কথাযাত্রার তিনদশক(শম্পা. দীপঙ্কর মল্লিক দেবারতি মল্লিক), দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, কলকাতা বইমেলা ২০১৩, পৃ.- ২৪৮

২। 'বিভূতিভূষণের পরিবেশ ভাবনা প্রসঙ্গ : আরণ্যক', সাম্প্রতিক দেশকাল (ই পেপার), ঈদ সংখ্যা, বুধবার ১৪ অক্তবর ২০২০, www.shampratikdeshkal.com Viewed on 14.10.2020 at 7:57 P.M

৩। মুখোপাধ্যায়, দেবলীনা : 'পরিবেশচিন্তার নতুন নিরিখ', পরিবেশ-ভাবনা ও প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ, গাঙচিল, কলকাতা, নভেম্বর২০১২, পৃ.- ১৩

৪। পূর্বোক্ত, পৃ.-১৪

৫। চক্রবর্তী, কবিতা নন্দী : বাংলা সাহিত্যে পরিবেশচেতনা : রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভুষণ জীবনানন্দ, আশাদীপ, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৩৯

৬। পূর্বোক্ত

৭। মুখোপাধ্যায়, রামকুমার : 'মল্লারের মুখোমুখি'(সাক্ষাৎকার), পূর্বোক্ত, পৃ.- ২৫১

৮। চক্রবর্তী, অভিজিৎ : 'অনুচ্চারণের 'চারণে প্রান্তরে' ', রামকুমার মুখোপাধ্যায় কথাযাত্রার তিন দশক(সম্পা. দীপঙ্কর মল্লিক দেবারতি মল্লিক), পূর্বোক্ত, পৃ.-১৬

৯। Garrard, Greg : Ecocriticism, Ecocriticism, Taylor & Francis e- Library, 2004, p. 37

১০। মুখোপাধ্যায়, রামকুমার : 'তিন উপন্যাসের তিন গল্প', উপন্যাস সমগ্র ১, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৪২৩

১১। মুখোপাধ্যায়, রামকুমার : 'চারণে-প্রান্তরে', উপন্যাস সমগ্র ১, মিত্র ও ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ.- ১৭

১২। পূর্বোক্ত, পৃ.- ২৩

১৩। পূর্বোক্ত, পৃ.- ৫৭

১৪। পূর্বোক্ত, পৃ.- ৩২

১৫। পূর্বোক্ত, পৃ.- ৩৩

১৬। মুখোপাধ্যায়, রামকুমার : 'ভাঙা নীড়ের ডানা', উপন্যাস সমগ্র ১, পূর্বোক্ত, পৃ.- ১১৮

১৭। পূর্বোক্ত, পৃ.- ১২৫

১৮। পূর্বোক্ত, পৃ.- ১৬২

১৯। Ecofeminism- Wikipedia, https://en.m wikipedia.org viewed on 12.10.2020 at 8:31 P.M

২০। মুখোপাধ্যায়, রামকুমার : 'ভাঙা নীড়ের ডানা', পূর্বোক্ত, পৃ.- ১৯০

২১। পূর্বোক্ত, পৃ.- ১৬৩

২২। Adams, Carol. J: "Do Feminists Need to Liberate Animals, Too?" Retrieved 2019-04-30, Ecofeminism- Wikipedia, পূর্বোক্ত

২৩। মুখোপাধ্যায়, রামকুমার : 'ভাঙা নীড়ের ডানা', পূর্বোক্ত, পৃ.- ১৫৯

২৪। পূর্বোক্ত, পৃ.- ২০১

২৫। সাহা, সুতপা : 'নিজের কথায় 'কথার কথা' ', রামকুমার মুখোপাধ্যায় কথাযাত্রার তিন দশক, পূর্বোক্ত, পৃ.- ১৬৮

২৬। মুখোপাধ্যায়, রামকুমার : 'কথার কথা', উপন্যাস সমগ্র ২, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: পৌষপার্বণ ১৪২৩, পৃ.- ২৫০

২৭। পূর্বোক্ত, পৃ.- ৩০৪

২৮। পূর্বোক্ত, পৃ.- ৩২৬

২৯। পূর্বোক্ত, পৃ.- ৩০৫-৩০৬

৩০। Merchant, Carolyn, "Ecofeminism". Medical Ecology. Routledge. Routledge. Ecofeminism wikipedia, পূর্বোক্ত

৩১। মুখোপাধ্যায়, রামকুমার : 'মল্লারের মুখোমুখি'(সাক্ষাৎকার), রামকুমার মুখোপাধ্যায় কথাযাত্রার তিন দশক, পূর্বোক্ত, পৃ.- ২৪৭

৩২। মুখোপাধ্যায়, রামকুমার : 'প্রচ্ছদ পত্র', উপন্যাস সমগ্র ১, পূর্বোক্ত

সহায়ক গ্রন্থ

1. Greg Garrard, Ecocriticism, Ecocriticism, Taylor & Francis e- Library, 2004.

2. Lawrence Buell, Ursula K. Hoise and Karen Thornber, Literature and Environment, Annv. Rev. Environ. Resource. 2011.36: 417-440. Downloaded from www.amualreviews. org by Harvard University on 11/07/11.